ইসলামের দণ্ডবিধি

ড. আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসোলাইমান

অনুবাদ

ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

সূচি

১. ইসলামের স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল বিধানের সমকালীন সংস্কার : ইসলামের দণ্ড বিধি-একটি নমুনা ৭

২. পদ্ধতিগত সমস্যা ৮

৩. ইসলামী দন্ডবিধির ক্ষেত্রে ছাত্রাবাস কক্ষে ছাত্র সংখ্যা নির্ধারণের সমস্যার সমাধানে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ৮

৪. চারজন সাক্ষীর সামাজিক প্রমাণ ১২

৫. ইসলামিক দন্ডবিধির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাকরণ ১৭

৬. শাস্তি প্রয়োগের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অপরাধ দমন প্রতিশোধ গ্রহণ নয় ২০

৭. কারিকুলামগত আলোচনা ২৩

ইসলামের দণ্ডবিধি

ড. আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসোলাইমান

অনুবাদ
ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০০৭
চৈত্র ১৪১৩
রবিউল আউয়াল ১৪২৮

ISBN: 984-8203-47-4

মুদ্রণে
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

মূল্যঃ ২০.০০ টাকা, ডলারঃ ২.০০

ইসলামের দণ্ডবিধি (*আল সা'বিতু ওয়াল মুতাগাইয়ির ঃ নিযামু আল উকুবাত নামুয যান*)
Written by Dr. Abdul Hamid Ahmad Abu Solaiman and translated into Bangla by Dr. Muhammad Anwarul Kabir and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 50, Road # 16 (New), Dhanmondi R/A, Dhaka- 1209, Bangladesh. Phone: 0154-357066. (0) 9138367, Fax: (02) 9114716, e-mail biit_org@yahoo.com
Price: Tk. 20.00 $ 2.00

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্য হচ্ছে ফিৎনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা থেকে সমাজকে রক্ষা করা এবং মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা। সমাজের সঠিক শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করা। সমাজের শান্তি নিশ্চয়নের জন্য ধরনের বিধি বিধানের প্রয়োজন এবং সে বিধিবিধানের প্রয়োগ কেমন হওয়া উচিৎ তার ব্যাপারে বিশ্বখ্যাত দার্শনিক, ইসলামী চিন্তাবিদ ড. আব্দুল হামিদ আহমদ আবু সোলাইমান স্বল্প পরিসরে বক্ষমান পুস্তকে আলোচনা করেছেন। ইসলামী বিধানে ও আধুনিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে শাস্তি প্রয়োগ কেমন হবে এবং কেমন হওয়া উচিৎ, শাস্তি বিধান পদ্ধতি কেমন হলে সমাজের শৃঙ্খলার কোন বিঘ্ন ঘটবে না এ ব্যাপারে লেখক এখানে প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করেছেন। বিষয়টি ফকিহ্, শিক্ষাবিদ, আইনের ছাত্রদের কাছে আনন্দদায়ক হতে পারে। সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় পুস্তকটি বেশ ভূমিকা রাখবে।

এম জহুরুল ইসলাম এফসিএ
নির্বাহী পরিচালক

ইসলামের স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল বিধানের সমকালীন সংস্কার : ইসলামের দণ্ডবিধি-একটি নমুনা

ইসলামী দন্ডবিধির বিশেষ গুরুত্ব

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ইসলামের প্রতিটি বিধান, মূলনীতি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় রয়েছে প্রতিটি মানুষের জন্য কল্যাণ, শান্তি ও নিরাপত্তা। আর ইসলামের সেই বিধান, মূলনীতি ও মূল্যবোধ ততক্ষণ পর্যন্ত অনুধাবন করা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামিক শাস্তিবিধান এবং বিশেষ করে ইসলামী দন্ডবিধির ভয় ভীতির প্রভাব সম্পর্কে অনুভূতি না আসবে। কারণ বর্তমান সময়ে ইসলামিক মূল্যবোধ ও তার বিধান সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে কিছু সংখ্যক মুসলমানকে প্রভাবিত করতে পারছে না।

মানুষ স্বভাবগতভাবে যৈবিক তাড়না ও মানবিক দুর্বলতার কারণে আবেগের বশবর্তী হয়ে যে সকল অন্যায় ও অপরাধসমূহ করে থাকে এবং বিশেষ করে আমাদের যুবসমাজ ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া, সিনেমার অশ্লীল ও যৌন-উত্তেজনাকর চিত্র প্রদর্শনী এবং সামাজিকভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে যে সকল অবৈধ যৌন অপরাধ করে থাকে তৎসম্পর্কে ইসলামের কঠোর ভীতি ও ভয়ংকর শাস্তি বিধান সম্পর্কে অনেকেরই মনে নানা ধরনের প্রশ্নের উন্মেষ ঘটে যে, ইসলাম এ সকল অন্যায় ও অপরাধের সমাধান আরো সহজতর উপায়ে দিতে পারত। সুতরাং এটা অসম্ভব নয় যে, কোন এক সময় হয়তো গবেষকদের গবেষণার ফলে ইসলামের সেই শাস্তির বিধান ও বিশেষভাবে দন্ডবিধির এমন সমাধান বেরিয়ে আসবে-যা সকলের কাছে গ্রহণীয় ও বোধগম্য হবে এবং ইসলামের প্রতিটি বাণী ও নির্দেশ সহজভাবে বুঝতে পারবে এবং মাথা পেতে মেনে নেবে।

যেমন, যেনা ও ব্যভিচারের অপরাধ অকাট্যভাবে প্রমাণ ও শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত চারজন প্রত্যক্ষ্যদর্শী সাক্ষীর অকাট্য সাক্ষ্যের শর্তারোপ করেছে। অথচ "কেসাস" এবং হত্যার মত অপরাধ প্রমাণ ও শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মাত্র দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য যথেষ্ট হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।

সুতরাং এখানে স্বাভাবিক ভাবে অনেকগুলো প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে, ধর্ষণ ও ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন কেন হলো? তিনজন অথবা পাঁচজন

হলো না কেন? চারজন সাক্ষীতে কি বিশেষ ধরনের কোন দিকনির্দেশনা রয়েছে? নাকি এটি উদ্দেশ্যবিহীন খামখেয়ালী মাত্র? এমনকি আমরা বলতে পারি না যে, ধর্ষণ অপরাধ প্রমাণ ও শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক জামাত সাক্ষীর প্রয়োজন। আর জামাত তিনজন-পাঁচজন থেকে তৎউর্দ্ধ সংখ্যার মাধ্যমে হতে পারে। তদুপরি চারজন সাক্ষী নির্ধারিত করা হলো কেন? ইত্যাদি নানা ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

পদ্ধতিগত সমস্যা

উপর্যুক্ত প্রশ্নাবলীর মতো আরো অনেক প্রশ্ন ইসলামী শাস্তিবিধান ও ইসলামী দন্ডবিধি সম্পর্কে পাঠকের মনে উত্থাপিত হয়। যার সঠিক সমাধান স্থান কাল পাত্রভেদে বিশেষ গবেষণা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছাড়া দেয়া সম্ভব নয়।

আর আমি যখন ঐ সকল প্রশ্ন ও সমস্যাবলী এবং তার সঠিক সমাধান নিয়ে চিন্তা করি তখন আমার মনে হয় যে এ সকল প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত এবং ব্যাপক ধরনের সঠিক নীতিমালা নির্ধারনের মাধ্যমেই সম্ভব। আর সেই নীতি নির্ধারণ করতে হবে মানুষের ব্যক্তিগত, স্বভাবগত ও সমাজগত দিকগুলো বিবেচনা করে, ইল্‌মে ওহী, বিবেক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করার মাধ্যমে। (আর জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস ইল্‌মে ওহী, বিবেক ও প্রকৃতি এবং ইসলামিক নীতিমালা সম্পর্কে আমি ইতোপূর্বে অনেক লেখালেখি করেছি)।

আর বিশেষ করে মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আমাকে ইল্‌মে ওহী, বিবেক এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের মধ্যেকার বৈষম্যতা দূর করে এগুলোর মধ্যে এবং স্থান কাল পাত্রভেদে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ও চ্যালেঞ্জের মধ্যে সমন্নয় সাধন করতে সহায়তা করেছে।

ইসলামী দন্ডবিধির ক্ষেত্রে ছাত্রাবাস কক্ষে ছাত্র সংখ্যা নির্ধারণের সমস্যার সমাধানে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে গুমবাক উপকণ্ঠে বিশ্ববিদ্যালয় শহরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উন্নয়ন এবং নতুন ক্যাম্পাস তৈরীর পরিকল্পনা প্রণয়নের একমাত্র কারণ ছিল সাধারণ ছাত্রাবাস ও বিশেষ ভাবে মুসলিম ছাত্রাবাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যাবদানে ছাত্রদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ, স্বভাব-চরিত্রের সংশোধন, সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহজভাবে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা।